বিহাইন্ড অব সুইসাইড

আত্মহত্যা থেকে মুক্তির সোপান

আদিব সালেহ

হসন্ত
প্রকাশন

লেখকের কথা

জীবনে ভীষণ আঘাত পেয়েছেন। আপনার একদম বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। একাকী বেঁচেই-বা কী করবেন? যাকে নিয়ে বাঁচবেন ভেবেছিলেন সেও তো পাশে নাই। ছেড়ে চলে গেছে অনেক দূর। মরে যাওয়াই কেবল তাকে ভোলার উপায়।

মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি মরে যান কোনো আপত্তি নাই, তবে অনুরোধ মরার আগে মরে গিয়েও বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে একবার দেখে আসুন। তারপর না হয় একগাদা ঘুমের মেডিসিন খেয়ে মরে যাবেন।

হাসপাতালে কত মানুষ ছটফট করছে একটু ব্যথা উপশম হলে ঘুমাবে। আইসিইউতে অনেক মানুষ বাঁচার আকুতি নিয়ে লড়ছে। আহ, একটু যদি মিলত প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ।

কিন্তু সে সুযোগ মেলে না, চাইলেও কেউ সারারাত চোখ বুজে থাকতে পারে না। কেউ বা পায় না হাজার আকুতি করেও বেঁচে ফেরার সুযোগ। আপনি কিনা নরম বিছানায় শুয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলবেন বলে বারবার ফ্যানের দিকে তাকাচ্ছেন? কী অদ্ভুত বোকা আপনি—তাই না?

কেউ লড়াই করে একমুহূর্ত বাঁচার জন্য। কেউবা আবার প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষায় আত্মহত্যার। জীবন বড়ই অদ্ভুত! একেকজনের কাছে সে একেক রকম উপহার।

আপনি যে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চান, সে পানির ধারে বাস করা মানুষগুলো প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। তাদের বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে নদীগর্ভে বিলীন। পাকা ফসল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ায় তাদের পেটে আজ ভাত নেই। না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই।

সে আপনি কিনা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করছেন? তাদের দুঃখ থেকে আপনার কষ্টের তীব্রতা কি খুব বেশি?

প্রতিদিন তো মরার জন্য আকুতি নিয়ে বেঁচে থাকেন, আজ না হয় সমাজের অবহেলিত আর বঞ্চিত মানুষদের দেখে দিনটা কাটালেন। দেখে অবাক হবেন—আপনার থেকেও বেশি কষ্ট নিয়ে অনেক মানুষ পৃথিবীতে খুব ভালোভাবেই বেঁচে আছে।

সূচিপত্র

১ম ভাগ
আত্মহত্যা থেকে মুক্তির সোপান

চলুন আজকের জন্য বাঁচি / ১২
বিহাইন্ড অব সুইসাইড / ১৭
নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন / ৩৬
কার জন্য এ আত্মহত্যা / ৪১
রক্ষক যখন ভক্ষক / ৪৫
আত্মহত্যা নয়, বরং বাঁচতে চেষ্টা করুন / ৪৯

২য় ভাগ
লড়াইটা আত্মহত্যা থেকে বাঁচার

মানুষ কি চাইলেই মরতে পারে? / ৫৯
যে সুখে দুঃখ মেলে / ৭১
যে দুঃখের অন্ত নেই / ৭৯
ব্যথায় নবি আলাইহিমুস সালাম যা করতেন / ৮২
ভেঙে পড়ে আত্মহত্যা করবেন না, সফলতা আসবেই / ৮৮

চলুন আজকের জন্য বাঁচি

আমাদের কিছু একটা হলেই মরে যেতে ইচ্ছে করে। পরীক্ষায় পাশ করিনি কেন তার জন্যও আমরা করি মরে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

আমার কেন ভালো চাকরি হলো না। ব্যস, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম—এ জীবন রেখে আর কী লাভ! মরে যাওয়ার মধ্যেই তো সফলতা।

একজনকে ভালোবাসতাম, সে আমার হলো না। অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি কী করতে পারি? তার যেহেতু বিয়ে হয়ে গিয়েছে, নতুন সংসার হয়েছে, আমাকেও তো নতুন কিছু একটা করতে হবে, তাই নয় কি?

নতুনত্ব আনতে কী করা যায়? আমরা ভাবি, জীবনে নতুনত্ব কিংবা পরিবর্তন আনার একটাই উপায়—তা কেবল আত্মহত্যা।

অথচ কাজটা ভিন্নভাবে করা যেত। তাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য হলেও নিজেকে গোছানো যেত। জিদ ধরেও নিজেকে তৈরি করা যেত উত্তমরূপে।

আমরা কেবল আত্মহত্যা করতে জানি। কেউ একা করে হারিয়ে গেলে তাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যও যে মাঝে মাঝে বাঁচতে হয়—আমরা কেবল সে কথাই বেমালুম ভুলে বসি।

পত্রিকায় নিউজ পড়ে অবাক না হয়ে পড়লাম না। দুজনই দশম শ্রেণিতে পড়ে। হঠাৎ করেই একে অপরের প্রেমে পড়ে তারা।

স্বপ্ন ঘর বাঁধার, সারাজীবন একসাথে থাকার। মা-বাবা সে স্বপ্ন পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাবা কিছুতেই এত কম বয়সের সমবয়সি ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি নন।

এখন কী করা? একসাথে সংসার করা হবে না। ঘর বাঁধা যাবে না। বেঁচে থাকতে ভালোবেসে হবে না এক কুটিরে ঠাঁই। একসাথে বাঁচতে পারব না বলে কি একসাথে মরাও যাবে না! যেই ভাবনা সেই কাজ। দুজন চলে যায় কবরস্থানে। আত্মহত্যা করে একসাথে। ভালোবাসার বিনিময়ে একে অপরের জন্য কিনে নেয় চিরস্থায়ী জাহান্নামকে।

জীবনে অপ্রত্যাশিত কিছু একটা হলেই আমরা ভুলভাল চিন্তা করে বসি। আমাদের মনে হয় ব্যর্থতায় প্রতিশোধ নেওয়ার মতো একটা জিনিসই আছে, তা কেবল নিজের জীবনকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেওয়া।

জীবনের ভাবনাগুলো ভিন্নভাবে হলে হয়তো জীবনটা অনেক দামি হতো। জীবনে আসতে পারত রাজকীয় পরিবর্তন।

পরীক্ষা কেন খারাপ হলো? আমি কেন এবারের পরীক্ষাটা ভালো করলাম না? পরীক্ষায় খারাপ করার কারণগুলো কী? সামনে আরও ভালো করার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়?

ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট আপনার জীবনে চমৎকার একটি ফলাফল আনার জন্য। আপনি তো এতকিছু ভাবেন না। এসব ভাবতে তো সময় লাগে, প্রচেষ্টা লাগে, শ্রম লাগে। তারচেয়ে বোধহয় আপনার কাছে আত্মহত্যাটাই সহজ, তাই না? মোটেও না। আত্মহত্যা তো অনন্তকাল জাহান্নামে পুড়ে মরার এক পথ। সে পথের যাত্রা অতটা সহজ হবে না নিশ্চয়। সহজ হওয়ার কথাও নয়।

আপনার চাকরি হচ্ছে না বলে মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অথচ আপনার রব আপনার পৃথিবীতে আগমনের আগেই আপনার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর আপনি কিনা সামান্য একটা বিষয় নিয়ে অভিমান করে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন?

আপনি একজনকে ভালোবাসেন। ভীষণ ভালোবাসেন। তাকে না পেলে আপনি বাঁচবেন না। হঠাৎ করেই তাকে হারিয়ে ফেললেন। সে আপনাকে ছেড়ে চলে গেল। আপনি মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কী হতে পারে?

আপনি অবৈধ ভালোবাসার জন্য মরে যেতে চাইছেন। অথচ আপনার হাসিমাখা মুখ দেখার জন্য অপেক্ষা করছে আপনার ঘরের অনেকগুলো মানুষ।

একবার কি মাথায় আসে না—আপনাকে তাদের ভালোবেসে বড় করার কথা, আগলে রাখার কথা, নিজে না খেয়ে আপনাকে ভালো রাখার জন্য ব্যস্ত থাকত যারা?

সবার জীবনেই দুঃখ আসে। এক আকাশ শোক দিয়ে সুখটুকু হারিয়ে যায়। তার জন্য কি মরে যেতে হবে?

ছোট্ট একটা জীবন। মরে যাওয়াটা সুনিশ্চিত। কেউ বেঁচে থাকব না। আমি-আপনি কেউ না। এই ছোট্ট জীবনটাকে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে উপভোগ করলে তো ক্ষতি নেই, তাই না?

জীবন কারও জন্য থেমে থাকে না। আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না বলা লোকটাও দিব্যি সংসার করছে, আপনিই কেবল প্রতিদিন একটু একটু করে মরছেন। এই মরে যাওয়ায় লাভটা কী? তার তো কোনো ক্ষতি নেই, এ সহজ কথাটি কেন আপনার বুঝে আসছে না?

জীবন জীবনের গতিতে চলে। সব সময় পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেওয়া লোকটাও একদিন একা করে সারাজীবনের জন্য চলে যায়। এমনও হয়, যার সাথে কথা না বলে এক মুহূর্ত থাকা যেত না, তার সাথে দেখা হবে তো দূর—জীবনে ফের আর কখনো একটি কথা বলার সুযোগও হয়তো হয় না। তবুও তো জীবন থেমে থাকে না।

কেউ একজন চলে যাওয়ায় মানুষ সাময়িক একা হয়ে পড়ে। চিরকাল সে একা থাকে না। জীবনে নিত্য-নতুন মানুষ আসে। তবে একজন ছেড়ে যাওয়ায় তার জন্য মরে যাওয়ার ভাবনা; পাগলামি ছাড়া আর কী?

জীবন ছোট। কারও সাথে অভিমান করে ছোট্ট জীবনটাকে আত্মহত্যা করে শেষ করে দেওয়ার মানে নেই।

জীবনকে একটু উপভোগ করতে শিখুন। সারা দুনিয়ার মানুষ যখন বলবে আপনাকে দিয়ে হবে না, তখনও চমৎকারভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। যদিও এটা খুব কঠিন। সবার জন্য সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, এই হাসিটাই আপনার সফলতার পথে প্রথম বিজয়।

আত্মহত্যা সহজ, স্মৃতি হত্যা কঠিন।

কঠিন কাজটাই সহজ করে, আল্লাহর প্রিয় মুমিন।

একটা উদাহরণ আনলে বুঝতে হয়তো সহজ হবে।

আমাদের শরীরে অনেক সময় রোগ বাসা বাঁধে। আমরা তা জানি না। আমাদের জীবন দিব্যি চলে। রোগ বাসা বেঁধেছে—না জানার কারণে আমরা ভেঙে পড়ি না। কারণ, তখনও আমাদের মনোবল থাকে শক্ত। আমাদের ভেতরকার আত্মা তখনও অসুস্থতার কথা জানতে পারে না, তাই সে ভেতর থেকে ভেঙে পড়ে না। আমরাও ভালো থাকি। ভালোভাবে বাঁচি।

চিত্রপট পাল্টে যায় যখন আমাদের শরীরে রোগ ধরা পড়ে। ভেতরকার আত্মা যখন জানতে পারে তার কঠিন রোগ হয়েছে, তখন সে ভেঙে পড়ে। গতকাল দাপিয়ে বেড়ানো লোকটা রাতারাতি শয্যাশায়ী হয়ে যায়।

কারণ, মনোবল ভেঙে গেলে শরীর আপনা-আপনি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে।

সব মানুষ পরাজিত বললেও আপনি হেরে যাবেন না—যতক্ষণ না আপনার ভেতরকার আত্মা পরাজয় বরণ না করে।

জীবনে যেমন দুঃখ আসে বিভিন্ন উপায়ে। আপনার জীবনে যেমন শোক আসে বিভিন্ন মানুষের দেওয়া আঘাতে। তেমন আপনাকেও জীবন উপভোগ

করতে হবে বিভিন্নভাবে। জীবনে শোক কাটিয়ে সুখ আনতে হবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে।

মানুষ আত্মহত্যা করতে ছাদে যায়। আপনিও যান, তবে আত্মহত্যা করতে নয়, রাতের আকাশ দেখতে। এই যে মাথার ওপর সুবিশাল আকাশ দাঁড়িয়ে আছে, মিটমিট করে আঁধার রাতে আলো জ্বলছে। চকচক করে আলো দিচ্ছে এত দূর থেকেও সুবিশাল চাঁদ। এসবের স্রষ্টা কে—আপনি জানেন। আপনি বুঝেন কে সব কিছু নিপুণভাবে সাজিয়েছেন। আপনি কেবল এই সহজ কথাটুকু বুঝেন না, আপনার সমস্যা মহান রব-এর কাছে কিছুই নয়, প্রয়োজন শুধু মন খুলে একবার ডাকার।

আপনি যেদিন ভরসা করে আকাশের মালিকের কাছে চোখের জল ছেড়ে নিজের হৃদয়ের কথামালা বলতে পারবেন, সেদিন আপনার আর কোনো ব্যথা থাকবে না। জীবনে পাওয়া কোনো কষ্ট মন ছুঁতে পারবে না। কারণ, আপনি জানেন, সবাই ছেড়ে গেলেও আপনার রব কখনোই আপনাকে একা ফেলে যাবেন না। আপনি কেবল তা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। পারলে আপনার জীবনে দুঃখ নামক কোনো শব্দ থাকত না। প্রতিটি ব্যথায় আপনি করতেন সবরের সাথে সুখের অপেক্ষা।

মানুষ তো মনখারাপে ছাদে উঠে আত্মহত্যা করে, আপনি না হয় আল্লাহর সৃষ্ট এত সুন্দর আকাশ দেখে মুচকি হেসে বললেন—আমার দুঃখ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এমন মালিকের কুন (হও) বলার ব্যাপার মাত্র।

ছোট্ট জীবনটাকে কারও ওপর অভিমানে শেষ করে দেওয়ার মানে নেই। জীবন উপভোগ করার, কষ্ট দূর করার অনেক উপকরণ আছে। কিছু একটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টা করেই দেখুন না! দেখবেন, জীবন অনেক সুন্দর।

মনখারাপে সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে হাঁটুন। তবে এ হাঁটা আত্মহত্যার দিকে পা বাড়াতে নয়; জীবনের দুঃখগুলো সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে।

প্রাণীরা কতভাবেই-না বাঁচে। আত্মরক্ষায় কত প্রচেষ্টাই-না করে। সুযোগ পেলেই মানুষ গলা টিপে কিংবা পায়ে পিষে মারে, মারতে চায়। তবুও কোনো অভিযোগ নাই। অথচ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও শত অভিযোগ নিয়ে আত্মহত্যা করে, করতে চায়। আহ, কী নির্বোধ আমরা!

মনখারাপে নিজেকে সময় দিন। দূরে কোথাও বেড়াতে যান। আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন দেখুন। দেখবেন—সৃষ্টির দর্শন আপনার মনে স্রষ্টার প্রেম নিবেদন করবে। ভুলিয়ে দেবে মনখারাপের গল্প।

বিহাইন্ড অব সুইসাইড

মানুষ একটু কিছু হলেই তার পাশে কেউ নেই বলে ভেঙে পড়ে। তাকে সাহায্যকারী কেউ নেই বলে হা-হুতাশ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَلَا اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ

আমার সাহায্য অতি নিকটেই। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৪]

গল্পটা মুহাম্মদের। যে কিনা ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল রাতের আঁধারে।

সে মরেনি। মহান রব তাকে মরতে দেননি। তার আগেই রব তাকে দান করেছেন হেদায়াতের নুর। যে নুরে দূর হয়েছে, তার হৃদয়ে ঘাপটি মেরে থাকা আঁধার।

চলুন মুহাম্মদের মুখ থেকেই শুনি তার জীবনের সেই গল্প।

একটি সাজানো-গোছালো বিয়েবাড়ি। অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। বিয়ে বাড়িতে বধূ সেজে বসে আছে প্রিয়তমা। যাকে ভালোবাসি নিজ থেকেও বেশি।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। সময় তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। নতুন বউ নিয়ে বরযাত্রী তখন বাড়ির পথে। হৃদয়ে বইছে প্রিয়জন হারানো ব্যথার ঝড়। সে তো সব কিছু ভুলে যাবে। তার জীবনে সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার আর ভালোবাসার লোক এসে গেছে। কিন্তু আমি? কী দিয়ে ঘুচবে ভালোবাসার এ ক্ষত। ভালোবাসা হারিয়ে কী নিয়ে বাঁচব?

কে আগলে নেবে ভালোবাসা দিয়ে? যে হৃদয় হয়েছে ভালোবাসা না পেয়ে ক্ষত-বিক্ষত।

প্রিয়জন হারানোর ভয় কিংবা প্রিয় মানুষটা অন্য কারও হয়ে যাওয়ার সংশয় একজন মানুষকে সুস্থ-সবল বাঁচতে দেয় না। ধীরে ধীরে সে পৌঁছে যায় আত্মহত্যার দোরগোড়ায়।

আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চোখের সামনে প্রিয় মানুষটা অন্য কারও হয়ে যাচ্ছে দেখে, আর তার থেকে উপেক্ষিত হয়ে বাঁচার ইচ্ছেটাই

হারিয়ে ফেললাম। এতটাই আশাহত হলাম যে, বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই মরে গেল।

মানুষ আত্মহত্যাটা দেখে, কিন্তু একজন মানুষ কতটা ব্যথা পেলে এত সুন্দর একটা জীবন শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হয়তো কখনো কেউ ভেবে দেখে না। একটু ভাবলে, পাশে থেকে সঙ্গ দিলে হয়তো বেঁচে যেত অবহেলায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাওয়া অসংখ্য অগণিত জীবন।

জীবনে অনেক মানুষের আত্মহত্যার গল্প শুনেছি। আমার ছোটবেলায় দেখেছি খুব কাছের একজন প্রিয় মানুষকে নিজের জীবন শেষ করে দিতে। সম্পর্কে তিনি আমার দূর সম্পর্কের বোন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। মৃগী রোগী হওয়ায় সংসারটা টিকল না। বাবার বাড়ি থাকতেন। একদিন ভর দুপুরে শত অভিমান বুকে চাপা দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

আমার বড় বোন ছিল না। তাদেরকে বড় বোন হিসেবে জানতাম। বড় বোনের যতটুকু ভালোবাসা পাওয়ার তা পেয়েছি তাদের থেকেই। এমন একজন বোনের মৃত্যুতে অবুঝ মন সেদিন ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল।

ছোট্ট মনে বারবার ঘুরপাক খেত দুটো প্রশ্ন।

আপু, তুমি কেন আত্মহত্যা করলে? আবার অবুঝ মন বলে উঠত, আপু তো খুব ভালো মানুষ ছিলেন, তাকে আল্লাহ মাফ করে জান্নাত দেবেন তো?

আজ নিজের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। অনুভব আর উপলব্ধি করতে পারছি বোন আমার কতটা আঘাত পেয়ে এই পৃথিবীকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সন্ধ্যা থেকে খুব কাঁদছি। মা-কে ভীষণ মনে পড়ছে। বাবার জন্য কিছু করার সুযোগ আর হলো না।

অসময়ে জীবনে আসা অপবিত্র ভালোবাসা মা-বাবার পবিত্র ভালোবাসাকে বিলীন করে দেয়—আমাদের পৌঁছে দেয় আত্মহত্যার দোরগোড়ায়।

নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছে ভীষণ!

আমরা কেমন অপদার্থ সন্তান। যেখানে কিছু হয়ে পরিবারের হাল ধরার কথা, সেখানে মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয়ে পড়ে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। এজন্যই কি এত ভালোবাসা দিয়ে মা-বাবা আমাদের বড় করেছিলেন? ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসা না পাক, একটু ভরসার আশ্রয় পাওয়ার অধিকারটুকুও কি তারা রাখেন না?

রাত বাড়ার সাথে সাথে বুকের মাঝে হু-হু করে বাড়ছে জমে থাকা অভিমানের পাহাড়।

মাঝে-মাঝে মন বলছে—কারও একটু সঙ্গ কিংবা প্রিয় মানুষটার সংস্পর্শ পেলে হয়তো বেঁচে যেতাম আজকের মতো। এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকা হতো আরও কিছুটা মুহূর্ত। কে আছে একাকিত্বে সঙ্গ দেওয়ার?

পরকালে ধুঁকে ধুঁকে জাহান্নামে পোড়া থেকেও দুনিয়ার সামান্য কষ্ট ভোগ করাকে আমাদের কাছে শয়তান ভীষণ কঠিন করে তোলে। তখন সারাজীবন জাহান্নামে পোড়াটা এতটা যন্ত্রণার মনে হয় না, যতটা দিলপোড়ার যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

অনেক রাত হয়েছে। চারপাশ নীরব নিস্তব্ধ। কেউ নেই ভালোবেসে আগলে নেওয়ার মতো। চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। আর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

লোকে বলে ছেলেদের কাঁদা মানায় না। ছেলেরা নাকি কাঁদতে জানে না। ওরাও অনেক কাঁদে, তবে সে কান্না নীরব রাতের নিস্তব্ধতায় একাকার হয়ে যায়—যা কারও চোখে পড়ে না।

আজকের রাতটুকু হয়তো জীবনের শেষ রাত। শোয়া থেকে উঠলাম। গোসল করলাম দীর্ঘ সময় নিয়ে। উত্তম পোশাক পরে দাঁড়িয়ে গেলাম নামাজে। জানি আমি নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পা বাড়াচ্ছি। তবুও রবের দুয়ারে ক্ষমা চেয়ে করতে লাগলাম কিছুটা সময় অশ্রু বিসর্জন। এভাবেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল। চোখ জাগলেও কাটেনি ঘুমের ঘোর। আশপাশের শব্দ শুনলেও আসেনি পুরোপুরি অনুভূতিশক্তি।

মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ কিছুটা কাজ করতে শুরু করেছে। এক-এক করে মনে পড়তে থাকে নিজের অতীত।

আধমরা হয়ে পড়ে আছি। সব কিছু ঝাপসা লাগছে। চোখগুলো চাইলেও পারছি না খুলতে।

এখানে তো থাকার কথা ছিল না!

অনেকটা কষ্ট নিয়ে চোখ খুলে নজরে পড়ে মায়ের কান্নাভেজা মুখ।

মা কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলাম—

: মা আমি কোথায়?

উত্তরে মা বললেন—

: আজ তিন দিন হলো অচেতন অবস্থায় তুই হাসপাতালে।

ধীরে ধীরে সব কিছু মনে হতে লাগল। আচরণে কিছুটা পাগলামো। একটা মানুষের খোঁজ নেওয়া দরকার।

যাকে ছাড়া এ জীবনে বেঁচে থাকা দায়। তাকে ভুলে থাকার কী উপায়?

প্রিয় মানুষটার কণ্ঠে কিছু কথা শোনার ভীষণ ব্যাকুলতা। হৃদয়ে মিশে আছে এক আকাশ আকুতি। একটা বার শুধু প্রিয় মানুষটা বলুক—আমি আছি তো; যতটা দিন থাকি, একসাথে না হয় বাঁচব।

রিং হয়, তবে চিরচেনা নম্বরে প্রিয় মানুষটাকে খুঁজে আর পাওয়া হয় না। আশার প্রদীপ জ্বলছে নিভু নিভু। কিন্তু না; বেঁচে আছি নাকি মরে গিয়েছি, এ খোঁজটুকু নেওয়ার সময়টুকু যেন তার নেই।

হারিয়ে গেলেই কেউ যেন ভীষণ মুক্তি পায়। তবে কেউ মুক্তি পাওয়ার জন্য হলেও এ জীবন নিঃশেষ হোক। ফুরিয়ে যাক জীবনের সম্ভাবনার সব দুয়ার।

আমি তো মরেই গিয়েছিলাম। এ জীবন বিসর্জন দিয়েছিলাম। তবে কেন আমায় নিলে না?

আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে চলছি—মনে জমানো ব্যথা আর হৃদয় নিঙড়ানো কথাগুলো। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিলাম তিন দিন আগে, কিন্তু মরতে পারলাম না।

প্রিয় মানুষটা আপন হয়েও হলো না। চিরচেনা থেকেও রয়ে গেল পর। এ ব্যথা ভুলতেই চেয়েছিলাম চলে যেতে ওপারে। কিন্তু যাওয়া হলো না। রয়ে গেলাম আরও কয়েকটা কাল অনাদর আর অবহেলা নিয়ে বাঁচতে।

উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যাওয়ার পরামর্শ দিলো মেডিকেল বোর্ড। কিন্তু যার বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই একদণ্ড, তাকে বাঁচানো কি এতটা সহজ?

গাড়ি চলছে। বাঁচার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছি একটুকরো খড়। কিন্তু কোথায় মিলবে সে আশ্রয়! আজ যে বেঁচে থাকার জন্য একটু ভালোবাসা ভীষণ প্রয়োজন। কে দেবে সেই ভালোবাসা! আজ সবার ঘৃণা আর অবহেলার পাত্র। কেউ কি বুঝবে হৃদয় পোড়া ক্ষত!

ভুল হলে কেউ ভালোবেসে আগলে নেয় না। ভুলগুলো ভুল ভেবে শুধরে দিয়ে ভালোবেসে কেউ কাছে টানে না। ভাবটা এমন—জন্ম হয়েছে জীবনে কখনো ভুল না করার জন্য। ভুল করবে কেন! তার তো জীবনে ভুল করার কথা নয়। ভুল করা তো তাকে মানায় না। কী অদ্ভুত আমাদের বিচার বিশ্লেষণ! তাই না?

আমাদের আশপাশে কেউ ভুল করলে আমরা তাকে আগলে নিতে জানি না। ভুল শুধরে নতুন করে বাঁচার সুযোগ দিই না। তার দিকে ছুড়ে দিই অবহেলা

: সমবয়সি রিলেশনগুলোতে পূর্ণতা না পেলেও এক আকাশ শূন্যতা ঠিকই দিয়ে যায়।

বন্ধুরা এ যাত্রায় ছেড়ে দিলেও এতটুকু বুঝে যায় আমার দুর্বলতাটা কোথায়। কোনোভাবে মাথায় ভালোবাসার বীজ রোপণ করতে পারলেই হবে। বাকিটা এমনিতেই চাড়া গজিয়ে ছড়াবে ডালাপালা। যেহেতু মেয়ে সুন্দরী আর মেধাবী, তাই বশে আনা ততটা কঠিন হবে না। প্রয়োজন পড়বে না ততবেশি প্রচেষ্টার। শুরু করে দিলেই কাজ চলবে আপন গতিতে।

যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। শুরু হলো ওদের প্রচারণা। বলে না, প্রচারই প্রসার। বিষয়টা ঠিক তাই হলো। ছড়িয়ে পড়ল আমাদের প্রেমকথন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবটাজুড়ে। ছাত্র থেকে শিক্ষক, সবার মুখে চর্চা আমাদের নিয়ে। কিন্তু বিষয়টা জানি না আমরা দুজনের কেউই।

অদ্ভুতভাবেই সবার মুখে রটে যায় বিষয়টা। ধীরে ধীরে নিজেও ভাবনায় ডুবতে শুরু করলাম। আমার মাঝেও শুরু হয় একটু একটু ভালোলাগা।

আসলেই তো, দুজন একসাথে মিলেমিশে পড়লে মন্দ কী!

ততদিনে মেয়েটা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছে। জুড়ে বসেছে হৃদয়ের গোটা অস্তিত্বে।

ভালোবাসাগুলো কখনো বলে-কয়ে হয় না। বোঝাই যায় না; মন কাকে, কখন কীভাবে ভালোবেসে ফেলে। যখন বোঝা যায়; ততক্ষণে মন চলে যায় অনেকটা লাগামের বাইরে। জীবন ডুবে যায় সীমাহীন আঁধারে। হাবুডুবু খায় কষ্টের সাগরে। এই জন্য অন্তত ফেতনার উপকরণ থেকে দূরে থাকা শুধু অপরিহার্যই নয়, সীমাহীন কর্তব্যও বটে।

পড়ার টেবিল, বই-খাতা এমনকি বিছানায়ও ওরা লিখে রাখতে থাকে মেয়েটার নাম। আশপাশে যারা আছে সবার মুখে শুধু ওই মেয়ের কলরব। কী আর করা, যা হওয়ার নয় তাই হয়ে গেল। পেয়ে বসল ভালোবাসার এক অবাধ্য আর অদ্ভুত নেশা।

যার ঘাড়ে একবার ভালোবাসার অবাধ্য নেশা ভর করেছে, তার আর নিস্তার মেলেনি। শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে এ নেশা। নিকোটিনের ধোঁয়া ছাড়া যেমন নেশাখোর টিকতে পারে না; ঠিক তেমন ভালোবাসা ছাড়া তার আর বিকল্প কিছু ভাবার কিংবা করার উপায় থাকে না।

জীবন এলোমেলো হতে শুরু করে। পড়াশোনা বন্ধ। যার মনপাড়ায় অন্য কেউ বিচরণ করছে সে কীভাবে পড়াশোনায় ডুবতে পারে? পড়ায় মন বসে না। মন ঘুরে কারও বাড়ির আঙিনায়—একটু ভালোবাসার খোঁজে।

মানুষ কি চাইলেই মরতে পারে?

মানুষ চাইলেই মরতে পারে না। ইচ্ছা করলেই কেউ পারে না অনন্তকাল বেঁচে থাকতে। কার কোথায়, কখন, কীভাবে মৃত্যু আসবে আমাদের কেউ তা জানি না। মৃত্যুর দিন-ক্ষণ-স্থান সব কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। ব্যর্থতায় আত্মহত্যা শুধুই বোকামি কিংবা বাতুলতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ هُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ

আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। তারপরও মানুষ ভীষণ অকৃতজ্ঞ। [সুরা হজ, আয়াত : ৬৬]

সত্যিই তো! আল্লাহ তাআলাই আমাদের জীবন দান করেছেন। পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে। যেন আমরা তাঁর গোলামি করি। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করি। কিন্তু আমরা কত অকৃতজ্ঞ। তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হলাম। বাছবিচার করলাম না হলাল-হারামের। নিজের জীবনে পাওয়া হাজারটা সুখের মধ্যে একটা চাওয়া পূর্ণ না হওয়ায় চললাম ধ্বংসের পথে, সিদ্ধান্ত নিলাম শেষ করে দিতে নিজের জীবন।

আমি কতটা বোকা আর নির্বোধ হলে একটা ব্যথার আঘাতে হাহাকার করে আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের জীবন ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি! অথচ প্রয়োজন ছিল ধৈর্য ধরে সুখের অপেক্ষা করা।

আজ হয়তো জীবন পূর্ণ দুঃখে। কাল যে সুখ আসবে না। আপনি যে সুখী হবেন না—এই গ্যারান্টি দেওয়ার ক্ষমতা কি আপনার আছে? তাহলে আজকের দিনে পাওয়া সামান্য দুঃখের জন্য আগামী দিনের নিরন্তর সুখ বিসর্জন দেওয়াটা বোকামি ছাড় আর কী হতে পারে?

অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, পাচঁ জিনিসের খবর তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

নিশ্চয় কখন কেয়ামত হবে তা শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনি মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তিনি জানেন জরায়ুতে কী আছে। অথচ কেউই জানে না আগামীকাল তার জন্য কী অপেক্ষা করছে এবং কেউ

জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। শুধু আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত। [সুরা লোকমান, আয়াত : ৩৪]

আল্লামা ইবনে রজব রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি প্রাণীর প্রত্যেক মুহূর্ত যেন তার মৃত্যুর মুহূর্ত। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে তারিক, মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'[৩]

আমাদের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আমি ইচ্ছা করলাম আর মরে গেলাম, অথবা নিজ ইচ্ছায় অনন্তকাল বেঁচে রইলাম, তা আদৌও সম্ভব নয়।

নির্ধারিত সময়ে আমার মৃত্যু হবে। আমি চাইলেও হবে, না চাইলেও হবে। আজ আমার আত্মহত্যা করার প্রচেষ্টা নিজেকে পাপী আর লাঞ্ছিত করার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

নিশ্চয় মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হতে পারে না। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৫]

আমাদের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ সব ঠিক করা আছে। সময় হলেই মরে যাব। রবের কাছে সমবেত হব। মাঝখান থেকে আত্মহত্যা করে অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা করে নিজেকে সীমাহীন গুনাহের আর জাহান্নামে আগুনে পুড়ানোর উপকার তৈরি করলাম নিজের অবাধ্য নফসের কথা শুনে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاۡاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ

সত্যের পথে তোমরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করো বা নিহত হও, তোমরা আল্লাহর কাছেই সমবেত হবে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৮]

মৃত্যু আমাদের জন্য নির্ধারিত এক অমোঘ সত্য। কোনো প্রাণী নেই যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। আমাকে তো এ পৃথিবীতে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। জীবনে চলতে গেলে উত্থান-পতন আসবেই। এটা অমোঘ সত্য। কোনো একটা ব্যর্থতায় নিজেকে একবারে শেষ করে দেওয়ার মাঝে সার্থকতা নেই।

নিশ্চয় আপনি পরীক্ষার হলে খাতা টেনে নিলে অথবা পরীক্ষক আপনার খাতা আটকে রাখলে শিক্ষককে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে বের হয়ে যাবেন না। চেষ্টা

---

[৩] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন*, হাদিস : ৮৯৪৯

করবেন, অনুনয় বিনয় প্রকাশ করে বলবেন আপনাকে লেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য, পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য। ঠিক তেমন, আপনার জীবনে কষ্ট আসবে। হতাশা আর ব্যর্থতা আঁকড়ে ধরবে। রবের দুয়ারে কান্নাকাটি করুন। পরিশ্রম করুন। লেগে থাকুন, চেষ্টা করুন, সফলতা আপনার আসবেই আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখবেন, পরীক্ষার হলে শিক্ষকরা বুঝেন আমরা পারছি না, কিন্তু বলে দেন না; কারণ, এখান থেকেই বাছাই করা হবে কে সবার থেকে ব্যতিক্রম, কে অন্যরকম। কার গলে ঝুলবে সাফল্যের মালা। কে যোগ্য প্রার্থী, কে হবে বিজয়ী, তার জন্যই তো এতশত আয়োজন।

আল্লাহ তাআলাও বুঝেন আমাদের কষ্ট, তবে তিনিও দেখেন কে প্রিয় থেকে প্রিয়তর হওয়ার চেষ্টা করে। কে যায় ভালোবাসায় সবার থেকে এগিয়ে।

রব আমাদের পরীক্ষা নেন প্রিয় থেকে প্রিয়তর করতে। কেউ ভীষণ প্রিয় হয়ে যায়। কেউ বা নাম লিখে অপ্রিয়র খাতায়।

এ বিষয়ে মহান রব বলেন—

> প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। মহাবিচার দিবসে তোমাদের সবাইকে কর্মফল পুরোপুরিই দেওয়া হবে। সফল মানুষ হবে সে, যাকে লেলিহান আগুন থেকে দূরে রেখে জান্নাত দেওয়া হবে। আর পার্থিব জীবন তো এক মরীচিকাপূর্ণ ভোগ-বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫]

এই পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিস ধ্বংসশীল। প্রতিটি প্রাণী মরবে। তবে আমি কেন এতটা পেরেশান! জীবনকে আপন গতিতে চলতে দিন না! আল্লাহ তাআলা আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলো মনে নিলে লাভ ছাড়া তো ক্ষতি নেই। জীবনে সাজিয়ে ফেলুন। দেখবেন জীবন কত সুন্দর হয়ে গেছে। আপনি শুধু সুখী নন, অনেক দামি হয়ে গেছেন।

আমরা এই পৃথিবীকে গড়তে চাই। এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে করছি কতশত লড়াই। অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে এই পৃথিবীর এক বিন্দু মূল্য নেই।

পৃথিবীর সকল কিছুকে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

এই পৃথিবীতে সবই ধ্বংসশীল। [সুরা আর রহমান, আয়াত : ২৬]

যে সুখে দুঃখ মেলে

আপনি ভাবছেন আত্মহত্যার মধ্যেই কেবল সব সুখ। আত্মহত্যার চেষ্টায় আপনি সফল হয়ে আত্মহত্যা করেই বসলেন। তারপর খেলা শুরু। আপনাকে আর আটকায় কে! দলে দলে মানুষ ছুটে আসবে আপনার অপদস্থ শরীর দেখতে। কেউ একজন পুলিশকে খবর দেবে মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করবে। তারপর শুরু হবে কাটাছেঁড়া। একবার ভাবুন তো, আপনার শরীরটা কেউ কাটছে। আপনি কীভাবে মরলেন তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেউ দেখছে। আহ, কী অসহ্য যন্ত্রণা। বেঁচে থাকতে যন্ত্রণা পাওয়া থেকে নিশ্চয় এই ব্যথা কম নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আদমের সন্তানকে সম্মান দিয়েছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম রিজিক দিয়েছি এবং যাদের সৃষ্টি করেছি, অনেকের ওপর দিয়েছি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।' [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭০]

আল্লাহ তাআলা আপনাকে সকল সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। সম্মানিত করেছেন; আর আপনি চান কুকুর-বিড়ালের মতো মৃত্যু।

মৃত্যুর পর মানুষের সম্মান : ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা শুধু জীবিত থাকাকালেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মৃত্যুর পরও এ সম্মান অব্যাহত থাকবে। ইসলামি শরিয়ায় মানুষ হলো এক অনন্য সৃষ্টি, সে জীবিত হোক বা মৃত—একই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। তাই ইসলামি আইনের একটি নীতি হলো, 'মানবসন্তান জীবিত বা মৃত হোক সম্মানের পাত্র বলে গণ্য হবে।'[৮]

কিন্তু আপনি নিজেই নিজেকে অপদস্থ করতে চান। আপনি কামনা করেন এমন মৃত্যু যা পথেঘাটে কুকুর বিড়ালের মৃত্যু থেকেও ভয়ঙ্কর।

সবাই জানে আত্মহত্যার পর কোনো মানুষকেই পোস্টমর্টেম ছাড়া কবর দেওয়া হয় না, সে সুযোগ খুবই কম, তারপরও মানুষ আত্মহত্যা করে সানন্দে।

মৃতব্যক্তির প্রতি এতটাই আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে, যেন কোনোভাবেই মৃতব্যক্তির শরীরে আঘাত না লাগে।

---

[৮] *আল মাবসুত* : ৫৯/২

আর যদি আপনি মেয়ে হয়ে থাকেন? সুইসাইড করার আগে জাস্ট একবার ভাবুন। চোখ বন্ধ করে শুধু একবার চিন্তা করুন। কারও সামনে আপনার উন্মুক্ত শরীর। কেউ আপনার বুকের কাপড় সরিয়ে বক্ষ বিদীর্ণ করছে। আপনার জরায়ু ছিন্নভিন্ন হচ্ছে কারও ছুরির আঘাতে। জাস্ট একবার ইমাজিন করুন। তারপর নাহয় আত্মহত্যার কথা ভাবলেন!

চলুন এ জাতীয় একটা গল্প শুনাই—

আয়েশা আর নওশিন খুব ভালো বন্ধু। নওশিন আয়শাকে ডেকে বলল—

: জানিস আয়েশা, আমি স্বেচ্ছায় অনেকগুলো পুরুষকে আমার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো দেখার এবং ছোঁয়ার অধিকার দিয়েছি। কথাগুলো বলেই কেঁদে ফেলল নওশিন।

প্রিয় বান্ধবীর কথাগুলো শুনে আঁতকে ওঠে আয়েশা।

: কী বলিস এগুলো?

‘হ্যাঁ’, বলে হৃদয়ে জমানো ব্যথাগুলো বলতে শুরু করে নওশিন। যা কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না, কিন্তু ভীষণভাবে অনুভব করা যায়।

একটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে নওশিনের শরীর। তার চতুর্পাশে ঘীরে আছে কয়েকজন পুরুষ। সাথে দুজন মেয়েও আছে দেখা যায়।

নওশিন নড়ার শক্তি হারিয়েছে। ওঠার শক্তি নেই। একজন লোক বলছে, ‘তার শীররের পোশাকগুলো খুলে ফেলো।’

নওশিন শুনে তো অবাক। কী বলে এই পাগল লোকটা!

অদ্ভুত! বলার সাথে সাথে আরেকজন এসে তার শরীরের কাপড় খুলতে শুরু করে। সে চিৎকার করছে, আপু, তোমরা তো মেয়ে। প্লিজ আমাকে রক্ষা করো। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না। সবাই যেন ব্যস্ত তার পোশাক খুলতেই।

নওশিনের নগ্ন দেহটা ভেসে ওঠে সবার সামনে। সবাই ঘুরঘুর করে দেখছে তাকে। তার বাধা দেওয়ার কোনো শক্তি নেই।

একজন বলে উঠল, না! শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন দেখছি না। সমস্যাটা অন্য কোথাও। জরায়ু পরীক্ষা করা দরকার। হয়তো কোনো ছেলের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, আর ছেলে মেনে নেয়নি তাই হয়তো এই আত্মহত্যা।

---

[১০] *বুখারি শরিফ* : ৬৩৫৭